যায়যায়দিন

তারিখ 13 OCT 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রতিষ্ঠার অভিযোগ

উত্তরাঞ্চলে অপরিকল্পিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি

কামরুজ্জামান শাহীন রাজশাহী অফিস

উত্তারাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় অপরিকল্পিভাবে প্রায় তিন হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অথচ প্রয়োজনীয় এলাকায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তির অন্ত নেই। সরকারেরও ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

এমপিওভুক্ত এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের মূল অংশ দিয়ে থাকে সরকার। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় এমপি কিংবা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান। আবার প্রভাব খাটিয়ে অনেকেই নিজের নামে অথবা পিতা-মাতার নামে প্রাইমারি, হাইস্কুল, আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। নির্দিষ্ট পরিমাণের দূরত্ব এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যে নিয়ম তা বিবেচিত হয়নি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। ফলে শিক্ষার গুণগত মানের দিকটি উপেক্ষিত হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ ধরনের অপরিকল্পিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কারণে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমতি পেতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা ন্যূনতম আট হাজার হতে হবে। পৌর ও শিল্প এলাকায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে সন্নিহিত এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার শর্ত রয়েছে। মফস্বল এলাকার জন্য এই শর্ত তিন কিলোমিটার। একইভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হতে হবে ন্যূনতম ১০ হাজার। মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ১০ হাজার এবং এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব হবে অন্তত ১০ কিলোমিটার। কিন্তু বিগত দুটি রাজনৈতিক সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বেলায় এসব নিয়মের কোনো অংশই মানা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছায় ও রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও এমপিওভুক্ত করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, রাজশাহী বিভাগে অপ্রয়োজনীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২ হাজার ৪৫২টি। এর মধ্যে পঞ্চগড়ে ১১৭টি, ঠাকুরগাঁওয়ে ১৮৪টি, দিনাজপুরে ৩৬৬টি, নীলফামারীতে ৮৪টি, রংপুরে ২১৯টি, গাইবান্ধায় ১৭৮টি, লালমনিরহাটে ৩৮টি, কুড়িগ্রামে ১৬৪টি, বগুড়ায় ১৫৩টি, জয়পুরহাটে ৮০টি, নওগাঁয় ১৯২টি, রাজশাহীতে ৩০১টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১০৮টি, নাটোরে ১১৭টি, সিরাজগঞ্জে ১০১টি ও পাবনায় ৫০টি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। জানা গেছে, সামগ্রিক জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক উপজেলায় কলেজ সঙ্কট রয়েছে। এসব এলাকার শিক্ষার্থীরা নিকটবর্তী স্থানে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কলেজের শিক্ষকদের অভিমত, এ অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার্থীরা এখনো সুষ্ঠু শিক্ষা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহীর গোদাগাড়ী ও তানোর উপজেলায় এ রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৫টি। এর মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের মাধ্যমে বৈধতা পাওয়ার চেষ্টা করছে। গোদাগাড়ী ও মাটিকাটা এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে কয়েকটি কলেজ গড়ে উঠেছে। শিক্ষা বোর্ডের দৃষ্টিতে যদিও এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল কিছুটা ভালো, তারপরও সরকারি যে নীতিমালা গ্রামের কলেজের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে একাধিক কলেজ থাকা চলবে না- তা ভঙ্গ হয়েছে। একই অবস্থা গোদাগাড়ীর পালপুর কলেজ ও ললিতনগর কলেজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। এগুলোর দূরত্বও খুব কাছাকাছি।

জানা গেছে, রাজশাহী বিভাগে বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সব মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০ হাজার ৪৫টি, যা দেশের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক-তৃতীয়াংশ।